প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

সংসদে সাংসদেরা জানতে চাইবেন

কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত বাজে না কেন এমপিওভুক্তির অনিয়মের তদন্ত হবে কি না

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

জোট সরকারের মেয়াদে বেআইনিভাবে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (বেতনের সরকারি অংশ পাওয়া) করা হয়েছে, সেগুলো তদন্ত করে চিহ্নিত করার পরিকল্পনা আছে কি না? কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত বাজে না কেন? যোগ্যতা থাকলেও আট থেকে দশ বছর ধরে এমপিওভুক্ত না হওয়ায় মানবেতর অবস্থায় থাকা শিক্ষক-কর্মচারীদের কি বেতন-ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে?

২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সাংসদেরা শিক্ষাসংক্রান্ত এসব প্রশ্নের জবাব চাইবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে। এখন প্রশ্নগুলোর জবাব তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংসদ সচিবালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখায় ১১টি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখায় আরও কিছু প্রশ্ন এসেছে।

জানা গেছে, সব মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছেই সাংসদেরা এমন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, যা তাঁরা সংসদ সচিবালয়ে জমা দিচ্ছেন এবং রীতি অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরপর্বে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা সংসদে সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

কুমিল্লা-৯ আসনের সাংসদ তাজুল ইসলাম জানতে চেয়েছেন, কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত বাজে না কেন? তিনি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত বাজানোর কথা উল্লেখ করেন। ওই সাংসদ জানতে চেয়েছেন, প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত বাজানো বাধ্যতামূলক কি না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত বাজানো এবং অ্যাসেম্বলি করা বাধ্যতামূলক। মাস দুয়েক আগে মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, কেউ নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন থাকার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের সাংসদ মজিবুল হকের জিজ্ঞাসা, দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত, এমপিওভুক্ত হওয়ার নিয়ম কী? তিনি আরও জানতে চান, জোট সরকারের সময়ে বেআইনিভাবে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে কোনো তদন্ত হবে কি না।

প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সাংসদ হাফিজউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানতে চান, মানবেতর জীবন যাপন করা বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না। এ প্রসঙ্গে তিনি গত আট-দশ বছরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রায় পাঁচ বছর ধরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। একাডেমিক স্বীকৃতি নিয়ে এমপিওর জন্য অপেক্ষা করা বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। আজ বা কাল এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতেই হবে এবং সে ক্ষেত্রে বছরে বেতন-ভাতা খাতে অতিরিক্ত খরচ হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এ ছাড়া পাঠদানের অনুমতি পাওয়া এবং একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতির জন্য আবেদন করা আরও কয়েক হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার মতে, শর্ত পূরণ করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে।